R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২৭শে নভেম্বর, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুরের বহু গ্রাম এলাকায় ইমাম-মৌলভীদের প্রভাবে পালস পোলিও প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের তিন জেলা মালদা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে গত ১৭ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পালস পোলিও কর্মসূচীর বিশেষ পদক্ষেপেও জঙ্গিপুর মহকুমার বিশেষ করে সুতী-২ ব্লকের গ্রামগুলোতে আশাব্যঞ্জক কাজ করতে ব্যর্থ হন স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনিক কর্তারা। স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতিতে অরঙ্গাবাদ ১-২, জগতাই ১-২, মহেশাইল-২, বাজিতপুর অঞ্চলে শিশুদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। এর ফলে হাতে কলমে কাজ করতে নেমে পদে পদে বাধা এসেছে। কোথাও শিশু সংখ্যা বেশী কোথাও কম। ঐ এলাকার বেশীর ভাগ পুরুষ মহিলা বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। ফলে অনেকেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। অথচ ঐ সব ঘরের শিশুদের শরীরে আজ পর্যন্ত কোন ভ্যাকসিনই প্রবেশ করেনি। ফলে ওদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। বার মাস সর্দি, জ্বর, কৃমি, গ্লান্ড ফোলা এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। শিশু মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতাও এই সব পরিবারগুলোকে ঘিরে আছে। ১৮ নভেম্বর অরঙ্গাবাদ-১ গ্রামে পঞ্চায়েতের আর এস পির উপ-প্রধান সাহেব আলি পোলিও খাওয়াবেন না বলে তাঁর তিন শিশুকে বাড়ির ছাদে খলপা চাপা দিয়ে রেখে দেন। এ খবর জানতে পেরে সুতী-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন আলির তৎপরতায় শিশু তিনটিকে ছাদ থেকে নামিয়ে এনে পোলিও খাওয়ানো হয়। নিমতিতা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের ডাক্তার শ্যামল চ্যাটার্জীর পরিচালনায় অরঙ্গাবাদ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন খানাবাড়ি এলাকায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

১৭ লক্ষ টাকা কাটমানির রহস্য উদ্ধারে চিত্ত মুখার্জী কোলকাতা যাচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'রঘুনাথগঞ্জের দু'জন, বহরমপুরের তিনজন ও কোলকাতার চার-পাঁচজন পার্টির তাবড় তাবড় ব্যক্তি জোটবদ্ধ হয়ে জঙ্গিপুরে পেট্রোল পাম্প ও রান্নার গ্যাসের ডিলারশীপ দেবার ব্যাপারে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার কাটমানি নিয়েছেন। অফিসিয়াল নিয়মকানুন উপেক্ষা করে দালালদের মাধ্যমে জঙ্গিপুরের প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক হাবিবুর রহমানের পুত্রবধূ আঞ্জুন বিবিকে রান্নার গ্যাসের ও রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট এলাকার বাসিন্দা জনৈক গৌতম রায়কে পেট্রোল পাম্পের এজেন্সী দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি।' গত ১০ নভেম্বর উমরপুরে এক কর্মী সভায় এ খবর ফাঁস করেন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী। এই দুর্নীতি বন্ধে যাতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হয় তার জন্য বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতির দ্বারস্থ হচ্ছেন চিত্তবাবু। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু ধান্দাবাজ লোভী লোকের দল থেকে অন্য দলে যোগদানের তীব্র সমালোচনা করেন চিত্ত। সম্প্রতি স্থানীয় পত্রিকায় বিজেপির পুরোনো দিনের কর্মী কালীপদ মন্ডল, ফুলচাঁদ মন্ডল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে যে সংবাদ বার হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানান। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করে চিত্তবাবু এই নির্বাচনে নিষ্ক্রিয় থাকতে কর্মীদের আহ্বান জানান। ঐ কর্মী সভায় চিত্ত মুখার্জীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে দলে কাজ করার অঙ্গীকার দেন বিক্ষুব্ধ অনুপ চক্রবর্ত্তী, মিহির কর্মকার প্রমুখ।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল ট্রেন-বাস সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রহরীবিহীন লেবেল ক্রশিং পার হতে গিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেল শুভ ট্রাভেলস্ (WBS 5361) নামে রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর (ভায়া সাগরদীঘি) রুটের একটি বাস। খবরে প্রকাশ, গত ১৬ নভেম্বর ঐ রুটের যাত্রী বোঝাই বাসটি সকাল ৯-৪০ মিনিটে মনিগ্রাম রেল ষ্টেশন সংলগ্ন লেবেল ক্রশিং পার হচ্ছিল। সেদিন বাসের কেবিনের তিন যাত্রী রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ সিংহানিয়া, জঙ্গিপুরের প্রদীপ জৈন ও কাঁটাখালির মহবুল সেখের বিবরণ অনুযায়ী ঐ লেবেল ক্রশিং-এ প্রহরীর ব্যবস্থা থাকলেও সে সময় কেউ ছিল না। গেট খোলা ছিল। এমন সময় নলহাটী—আজিমগঞ্জ লোকাল ট্রেনটি (বাস-ট্রেন) এসে পড়ায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

কলেজ চলাকালীন বহিরাগত ছেলেদের হাতে দুই অধ্যাপক লাঞ্ছিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের মেন বিল্ডিং এর বাইরে তেঁতুলতলার নতুন বিল্ডিং এর একতলায় পাস ও দোতলায় অনার্স ক্লাস হয়। নতুন বিল্ডিংটি কলেজ অধ্যক্ষ বা ষ্টাফদের নাগালের বাইরে প্রাচীর বিহীন অবস্থায় থাকায় বাইরের কিছু ছেলে এসে প্রায় দিন ঐ বিল্ডিং-এ ভিড় জমায়, ছাত্রীদের সাথে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ নেয়। গত ২১ নভেম্বর কলেজ শুরুর প্রথম দিকে ১৯ ও ২০ নম্বর ঘরে বাংলা অনার্স ক্লাস চলছিল। ঐ সময় ঘরের সামনে দিয়ে কিছু ছাত্র ও বহিরাগত ছেলেদের ঘন ঘন যাতায়াত ও কথোপকথনে বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক ডঃ অসীম মন্ডল ক্লাস থেকে বার হয়ে এসে ওদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ আজি ও আশ্বাস ॥

যাহা চাহিতেছি তাহা পাইতেছি না আবার যাহা পাইতেছি তাহা চাহিতেছি না—আমাদের মানব মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার এই সংকট চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণে নিত্যই জীবনযাত্রায় আমরা বেদনাবিদ্ধ হইতেছি—পাওয়া না পাওয়ার দ্বান্দ্বিকতায়। সাধারণ ইতরজন আমরা, আমাদের প্রত্যাশা যে বড়সড় তাহা এমন নহে, নহে অসম্ভব এমনতর কিছু। জীবন-যাপন এবং প্রাণ ধারণের জন্য নূন্যতম আবশ্যিক এমন কিছুই আমরা চাহিতেছি। স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যাহা আমাদের প্রাপ্তিযোগ হইয়াছে, তাহাতে আমরা পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছি না। নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক কিছু করা হইয়াছে এবং হইতেছে। 'করা হইবে' বলিয়া কোন প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস যদি ভবিষ্যতের উপর ঝুলাইয়া রাখা হয় তখনই সাধারণ নাগরিক মন হতাশাক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা বলিতেছি পরিশ্রুত জলের কথা। পুরসভা তাহার নানা কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়া নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে তাহা দৃষ্টি বীক্ষণে স্পষ্ট। সেতু, দ্বীপ, মঞ্চ, বাসষ্ট্যান্ড, রবীন্দ্র ভবনের সংস্কার—এই সবই পুরসভার মুকুটে কর্ম কৃতিত্বের এক একটি পালক। যে কথা বলিতে চাহিতে-ছিলাম—তাহা পরিশ্রুত পানীয় জলের। নদীর এ পারের মানুষ জল পাইয়াছে তবে তাহা বহমান নদী হইতে সংগৃহীত পরিশ্রুত জল নহে, ডিপ্ টিউবওয়েল দ্বারা উত্তোলিত জল। তাহার জন্য অনেক ব্যয় হইয়াছে শোনা যায়, কিন্তু এই পারের নাগরিকদের নিকট তাহা গৃহীত হয় নাই। ইহা তো তাহারা চাহে নাই। কেন অপব্যয়? অনেক অসুবিধা করিয়াও এই পারের বাসিন্দাদের অনেকেই সকাল বিকাল জলের পাত্র হাতে লইয়া কিংবা নৌকায় করিয়া নদীর পূর্ব পারের পরিশ্রুত জল বহন করিয়া আনিতেছেন—এই ঘটনা নিত্য দিনের। স্বভাবতই ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—এই পারের ভোক্তা নাগরিকদের নদীর পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রতি আগ্রহ এবং আকর্ষণ কতখানি। এখন প্রশ্ন হইল—এই পারের নাগরিকেরা পূর্বের মতই এখনও পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য যে দাবি জানাইয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে তাহা কি অসঙ্গত? আশা করিতে বা রাখিতে বাধা নাই। ভরসার কথা—সম্প্রতি জঙ্গিপুর টাউন হলে যে নাগরিক কনভেনসন হইয়া গেল সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পুরমন্ত্রী। তিনি তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন এই পারের (রঘুনাথগঞ্জের) নাগরিক সাধারণের পানীয় জল লইয়া ক্ষোভের কথা। তবে কত দিনে বা কবে রঘুনাথগঞ্জের মানুষ নদী হইতে তোলা ট্রিটমেন্ট করা পানীয় জল পাইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। আশা-নিরাশার আলো-আধাঁরির মধ্যে দোদুল্যমান উৎকণ্ঠিত পিপাসু চিত্তের আবেদন: জল দাও মোরে জল দাও। পরিশ্রুত জল।

নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই পুরুষ, তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—তাঁরা হলেন দাদাঠাকুর এবং নলিনীকান্ত সরকার। দুজনেই রসরসিক, পরিহাস প্রিয়। তাঁদের বাচন ভঙ্গী ছিল যেন রস-নির্ঝর। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসতো অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তাঁদের দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল প্রবাদ প্রতিম। দু'জনেই ছিলেন জীবন রসিক। দাদাঠাকুর গান লিখতেন আর নলিনীকান্ত তাতে সুরারোপ করে গাইতেন। তাঁর ছিল গানের গলা আর সেই গলায় ছিল মিষ্ট সুর। তিনি আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন: 'গ্রামের এক প্রান্তে হরিশচন্দ্র দাসের বাড়িতে গান বাজনার আড্ডা বসতো। ..... আমি গিয়ে জুটলাম এই আড্ডায়। গলায় সুর ছিল। নিজের মনের আনন্দে গান গাইতাম। হরিশচন্দ্র দাসের আখড়ায় এসে গানে নতুন নতুন রসের আস্বাদন পেতাম।'

বৈচিত্রময় জীবনের অধিকারী ছিলেন এই ব্যক্তিত্বভরা মানুষটি—নলিনীকান্ত। দাদাঠাকুর তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'ন'লে' বলে। নলিনীকান্ত জন্মেছিলেন মামাবাড়িতে—জগতাই গ্রামে। গ্রামটি তখন ছিল গন্ডগ্রাম। বাস করতো ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা। তখন সেখানে বন জঙ্গল ছিলনা, তবে ঝোঁপঝাড় ছিল আর ছিল আম কাঁঠালের বাগান। এই ছায়াছন্ন গ্রামের গ্রাম্য পরিবেশে কেটেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিন। এই পরিবেশের স্নেহ-ছায়ায় লালিত হয়েছে তাঁর জীবনের পূর্বভাগ। জগতাই গ্রামের পাশে আছে নিমতিতা। তাঁর ভাষায়: আমাদের জগতাই-নিমতিতা ছিল এই যমজ সন্তান দুটোর মত অন্যোন্য নির্ভর।' আর সেখান হতে ৬ মাইল দূরে রয়েছে ধুলিয়ান। এক সময় এ অঞ্চলের এটা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা। ধুলিয়ানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হচ্ছে কাঞ্চনতলা। এক সময় খুব নাম ডাক, প্রসিদ্ধ ছিল এই গ্রামটি। এখানে বাস করতেন জমিদার। নিমতিতাতেও জমিদার ছিলেন তখন। 'গৌরসুন্দর চৌধুরী আর দ্বারকানাথ চৌধুরীর হাতে গড়া' এই গ্রাম নিমতিতা।

শোনা যায়—প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় সাহিত্যিক তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' বইখানির ছবি করেছিলেন এখানে নিমতিতায় এসে। নলিনীকান্ত লিখেছেন: 'সত্যজিৎ রায় আসেন কাঞ্চন-তলায় জমিদার বাড়ী। এখানে নাকি ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। অবশেষে নিমতিতা। নিমতিতার জমিদার বাড়ি দেখেই পছন্দ হলো তাঁর। বাড়িটি গঙ্গার তীরে পছন্দ হবার অন্যতম কারণ। জমিদারদেরও সম্মতি পেয়ে যান।' সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়েছেন তিনি জমিদার বাড়িটির। সেটা 'রাজপ্রাসাদের সমতুল্য।' তার আশে পাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। সামনে 'বয়ে চলেছে একটুখানি দূরে প্রবাহমানা ভাগীরথী।' সেই রাজবাড়িতে তখন ঝুলতো বেলোয়ারী কাঁচের দীপাধার। তা জ্বলতো কারবাইড গ্যাসে। ঝলমল করতো আলো। খানদানী আভিজাত্যে ভরা ছিল তার বাতাবরণ। গ্যাসের আলো যখন জ্বলতো তখন এক 'অবিস্মরণীয় সুষমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতো হল ঘরটি। এই হলঘরটি হচ্ছে তারাশঙ্করের গল্পের 'জলসাঘর'। নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন: 'শোনা যায় সত্যজিৎ রায় কলকাতায় ফিরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই নিমতিতার জমিদার বাড়ির কথা বলতেই তারাশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বলেন—নিমতিতার জমিদার বাড়ি নিয়েই তার গল্প দুটি লেখা' এই গল্প দুটি হলো—'রায়বাড়ি' এবং 'জলসাঘর'। পুরানো দিনের জমিদারদের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা—এই গল্প দুটো—'যেন একে অন্যের পরিপূরক'। সেকালে জমিদার বাড়িতে হতো নানা অনুষ্ঠান, উৎসব। আর তাকে কেন্দ্র করে চলতো নানা আনন্দানুষ্ঠান। বসতো যাত্রা গানের আসর, হতো থিয়েটার। দোলোৎসব উপলক্ষে সেখানে বসতো মেলা এবং মেলায় হতো কবি গান, ঝুমুর গান, আলকাপের গান। বিভিন্ন পাশাপাশি জেলা থেকে আসতো সে সব গানের সেরা সেরা দল। এই লোকসঙ্গীতের আসরে জমতো কত শত দর্শক শ্রোতা (৩য় পৃষ্ঠায়)

গ্রামের রাস্তায় টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামের অনীত ফুলমালীর স্ত্রী একজন সাধিকা। এলাকার মানুষের অর্থ সাহায্য নিয়ে তিনি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৮ নভেম্বর মন্দিরের জন্য রঙ ও অর্থ সংগ্রহ করে ফেরার পথে মনিগ্রামে মঙ্গলচুন পুকুরের কাছে স্থানীয় সুকা সেখ ছুরি দেখিয়ে তাঁদের সমস্ত টাকা কেড়ে নেয়। জানা যায়– সুকা প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই ভাবে চুরি ছিনতাই করে। কখনও হাজত বাস করে কখনও গ্রামে থেকে জীবন ধারণ করছে।

বিড়ি মুন্সীদের বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মুন্সী ইউনিয়নের এক বিক্ষোভ সভা হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও প্রায় ৬০০ বিড়ি মুন্সী জমায়েত হয়ে ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে। পরে স্থানীয় বিড়ি মারচেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিকে সাত দফা দাবী সম্বলিত ডেপুটেশন দেয়। প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে ছিল ১) মুন্সীদের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। ২) মুন্সীদের পি, এফ চালু করতে হবে। ৩) টেন্ডার প্রথা ও সাবকোড প্রথা বাতিল করতে হবে। ৪) পি, এফ সংগ্রহে কোম্পানী থেকে লোক নিয়োগ করতে হবে। ৫) মুন্সীদের ডিপোজিট মানি ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে ইত্যাদি। এক সাক্ষাতকারে বিড়ি মুন্সী ইউনিয়নের সম্পাদক স্থানীয় কিছু বিড়ি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন—২০০০ সাল থেকে ঐ সব সংস্থা বিভিন্নভাবে কর্মীদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে আসছে। শ্রমিকদের লগবুক দেয়ার কথা শ্রমদপ্তর থেকে ঘোষণা থাকলেও ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ লগবুকের পরিবর্তে শ্রমিকদের জন্য নোটবুক চালু করেছেন এবং তাতে মুন্সীদের সাবকোড নম্বর উল্লেখ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

যেখানে গ্যারেন্টি নেই
সেখানে আপনার কষ্টার্জিত টাকার
কোনই নিরাপত্তা নেই

অযথা লোভের ফাঁদে পা দেবেন না
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন

ডাকঘরে টাকা রাখুন

ডাকঘর স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে রয়েছে

- আপনার টাকার ষোল-আনা নিরাপত্তা
- সুদ এখনও যথেষ্ট বেশি
- আয়কর ছাড়ের সুবিধা
- মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাওয়ার গ্যারেন্টি
- প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুলে নেবার সুবিধা
- নমিনেশনের সুবিধা
- এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা

ডাকঘরে কোন প্রকল্পেই উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না

সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পসঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই

বিশদ জানতে হলে নিচের ঠিকানায় পোষ্টকার্ডে লিখুন ঃ

অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা - ১

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাণী সম্পদ পালনে স্বনির্ভরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের সমষ্টি প্রাণী উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ কিশণ রুদ্র গোবরধনডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গত ১৮ নভেম্বর প্রাণী সম্পদ পালনে স্বনির্ভরতা শীর্ষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। কিভাবে বকনা বাছুরকে ভাল গাভী করা যায় এবং বেশী দুধ দেয়, হাঁসপালন করে বেশী ডিম পাওয়া যায় এবং রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, আধুনিক প্রক্রিয়ায় ছাগল পালন করে কিভাবে উন্নতি করা যায় এবং খাসি বড় করা যায় সে সব বর্ণনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত প্রধান পাঁচকড়ি মাহালী। উপস্থিত গ্রামবাসীরা এই আলোচনা তাঁদের উপকারে লাগবে বলে জানান।

কাঞ্চনতলার কাপ (২য় পৃষ্ঠার পর)

মালদহের বন্যেশ্বর যিনি 'বোনা কানা' নামে পরিচিত—তার গানও হতো এ আসরে। কেদার বাবুর বাড়িতে হতো যাত্রা পাচালীর গান। নলিনীকান্ত সরকার মশাই লিখছেন ঃ 'দাশু রায়ের পাঁচালী অনুষ্ঠিত হতো এই সম্প্রদায়ে। আমিও যাত্রা পাঁচালীর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পাঁচালীতে সকলের সঙ্গে গান করতাম।' (চলবে)

জঙ্গিপুর গার্লসের পঞ্চম শ্রেণী চলছে সকালে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের তত্ত্বাবধানে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর পঠন ব্যবস্থা এখন সকালে চলছে। অন্যান্য শ্রেণী যথারীতি দুপুরে বসছে। কারণ প্রথমত জায়গার অভাব, দ্বিতীয়ত শিক্ষয়ত্রীর অভাব। আর এই পঞ্চম শ্রেণীর প্রায়—সাড়ে তিনশো ছাত্রীর পঠন পাঠনের দায়িত্বে—এখন ইংরেজী মাধ্যম "বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন।" তাদের প্রাথমিক শ্রেণী বিদ্যালয় এই স্কুল বাড়িতেই চলে। বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলো সামলে পঞ্চম শ্রেণীর দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানা যায়। তাদের সুষ্ঠু পঠন পাঠনের জন্য ক্লাসের পরিবেশ, বিদ্যাভ্যাসের নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা যেমন ছাত্রীদের কাছে নতুন দিশা এনেছে সেরকম অনেক অভিভাবকের উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সাক্ষাতকারে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক জানালেন,—"আমরা দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছি। একে বিদ্যালয়ের ঘরের অভাব, নতুন ঘর হচ্ছে, তার ওপর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীদের যা অবস্থা, বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে এসেছে, শিক্ষার মান সেরকম নয়, নিয়ম শৃঙ্খলা বলে তো কিছুই ছিল না। আর যদি দায়িত্ব না নিতাম তাহলে আমাদের বিদ্যানিকেতনেরও এই বাড়িতে পঠন পাঠন চালান মুস্কিল হয়ে যেতো। অবশ্য আমরাও এতে কিছুটা লাভবান হয়েছি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছেন, যতদিন আমরা পঞ্চম শ্রেণীর দায়িত্ব নেব ততদিন আমাদের বিদ্যালয়ের ভাড়া বা বিদ্যুতের কোন টাকা তাঁরা নেবেননা।" নতুন ঘর তৈরী হলে পঞ্চম শ্রেণী আবার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় চলে যাবে।

জায়গা বিক্রি

১) উমরপুর-মুরারই রাস্তার পিচরোড লাগোয়া ৫½ শতক ফাঁকা জমি। ২) বাণীপুরে মোড়াম রাস্তা লাগোয়া গ্রামের মধ্যে ৮ শতক ফাঁকা জমি। ৩) গোপালনগরে (গারোলীপাড়া) পিচ রাস্তার ধারে ৭ শতক ফাঁকা জমি বিক্রি আছে।

যোগাযোগ—
রাজারাম মুদ্রা
জঙ্গিপুর সাহেববাজার ফোন :—৬৪২২১

॥ একটি আবেদন ॥

আগামী ৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ রবিবার সকাল ১০টায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনে বিদ্যালয়ের ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসবের বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঐ সভায় শিক্ষানুরাগীদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করি। তাং—২৬-১১-০২

নমস্কারসহ

মানসী মুখোপাধ্যায় — প্রধান শিক্ষিকা

বিনয়কুমার সরকার — সম্পাদক

বৈদ্যনাথ দত্ত
সভাপতি

ট্রেন-বাস সংঘর্ষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক সাইকেল আরোহী বাসটিকে হাতের ইশারায় লেবেল ক্রশিং-এর মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। যাত্রী বোঝাই বাসটি অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। গ্রামবাসীরা জানান, এর আগেও একটি বাস ঠিক একই ভাবে এই লেবেল ক্রশিং-এ অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

একটি আবেদন

২০০২ সাল জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ। এই বর্ষটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এই পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর জন্য যেমন বিপুল কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সান্তর সহানুভূতি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত—

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

মহঃ ফরহাদ আলি
ও
কেতকীকুমার পাল
যুগ্ম-সম্পাদক

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
(০৯-১১-২০০২)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছেলেদের হাতে দুই অধ্যাপক লাঞ্ছিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজ চত্বর থেকে চলে যেতে বলেন। এই নিয়ে অসীমবাবুর সঙ্গে ওরা তর্কাতর্কি শুরু করে। বাংলার অন্য অধ্যাপক নুরুল মোর্তুজা এর প্রতিবাদ করলে উচ্ছৃংখল ছেলেদের হাতে দুই অধ্যাপক লাঞ্ছিত হন। যদিও লাঞ্ছনার কথা অসীমবাবু সরাসরি অস্বীকার করেন। খবর পেয়ে কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক ও ষ্টাফরা ছুটে এলে ওরা পালিয়ে যায়। অধ্যক্ষ একজন ছেলেকে ধরে মারধোর করেন। গন্ডগোলে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। অধ্যক্ষ রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসিকে সমস্ত ঘটনা লিখিত জানান। পরদিন কলেজে এক সভায় বিল্ডিংটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা নিয়ে আলোচনা হয়। কো-এডুকেশন কলেজে ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে এই ধরনের বেলেল্লাপনা অনেকদিন ধরে চলছে বলে কয়েকজন অধ্যাপক অভিযোগ করেন।

পোলিও প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোলিও খাওয়ানোর পরদিন ১৯ নভেম্বর দুটি শিশুর জ্বর হয় ও মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে। এই ঘটনাকে ঘিরে লোকেদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজিত কয়েকজন ডাঃ চ্যাটার্জীর উপর চড়াও হবার চেষ্টা করলে সুতী-২ ব্লকের আই সি ডি এস-এর সুপারভাইজার লতা শর্মা পরিস্থিতি সামাল দেন এবং হামলা-কারীদের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করা হয় বলে জানা যায়। ডাঃ শ্যামল চ্যাটার্জীকে উত্তেজিত লোকেরা সেখানে নিগৃহীত করে সে রকম কোন খবর জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনিত যাদবের জানা নেই। কারণ ঐ দিন মহকুমা শাসক উল্লেখিত এলাকায় সারা দিন ঘুরেছেন বলে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাজনগর হেলথ সেন্টারেও একটা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে কয়েকজন। প্রোগ্রামের প্রথম দিন ১৭ নভেম্বর একটি শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর পর ১৮ নভেম্বর শিশুটির বাবাসহ কয়েকজন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে হল্লা শুরু করেন—'পোলিও খাওয়ানোর পর দিন থেকে তার ছেলে ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না জানান'। অনুসন্ধানে জানা যায় জন্ম থেকেই শিশুটির একটা পা বাঁকা, পা ছেঁচড়ে হাঁটে। ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার অমল সরকার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তার দিয়ে শিশুটির পরীক্ষা নিরীক্ষার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। সুতী-২ ব্লকের কোন কোন এলাকায় আট বছর আগে বিদ্যুতের পোল বসলেও বিদ্যুৎ আসেনি। বিদ্যুতের দাবীতে এলাকার লোকেরা পালস পোলিও প্রোগ্রাম বানচালেরও চেষ্টা করে। ঐ ব্লকের অনেক গ্রাম থেকে স্বাস্থ্যকর্মী বা প্রশাসনের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। অভিভাবকরা জোটবদ্ধ হয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেন—"আমাদের ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ আমাদেরই চিন্তা করতে দেন। পোলিও খাওয়ানোর পর ওদের কোন ক্ষতি হলে সারাজীবন ঝামেলা তো আমাদেরই পোহাতে হবে" ইত্যাদি। ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল বা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্তারা বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বা প্রভাব খাটিয়েও ইমাম-মৌলভীদের সিদ্ধান্ত থেকে এদের টলাতে পারেননি। জগতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর সাহাতুল্লা, হরিপুর হাতিলাদা। জগতাই-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদরা, মহেন্দ্রপুর। মহেশাইল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দীঘিরপাহার (খিদিরপুর)। অরঙ্গাবাদ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলিমপুর, তাঁতিপাড়া, অরঙ্গাবাদ। অরঙ্গাবাদ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরপাড়া, নতুন খানাবাড়ী, পুরাতন খানাবাড়ী এলাকায় পালস পোলিও আংশিক কার্যকরী হলেও মোমিনপাড়া, কালীতলা এ রকম কয়েকটি এলাকায় কর্মীরা ঢুকতেই পারেননি বলে খবর। ঐ সব এলাকার মানুষ একজোট হয়ে পালস পোলিও কর্মসূচীর উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেয়।